কমিশন কর্তৃক ১৬/০৮/১১ তারিখে অনুমোদিত চার্জশীট

➤ ক্রমিক নং	:	০১
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	জয়পুরহাট (সদর) থানার মামলা নং-২৫, তাং- ২২/০৯/২০১০ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ ফরিদ আহমেদ পাটোয়ারী, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বগুড়া।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ জাবেদ আল রফিক (বিপুল), সাবেক ম্যানেজার, বাটারফ্লাই মার্কেটিং লিঃ, জয়পুরহাট শাখা, পিতা- মোঃ রফিকুল ইসলাম, গ্রাম- খোগাখড়িবাড়ী, ডিমলা, নীলফামারী।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	বাটারফ্লাই মার্কেটিং লিঃ, জয়পুরহাট শাখার বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ০৬/০১/২০০৯ হতে ১৮/০৫/২০০৯ পর্যন্ত মোট ৯৫জন গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ কোম্পানীকে পরিশোধ না করে ১৬,০৭,৭৬০/- টাকা আত্মসাত।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামী জনাব মোঃ জাবেদ আল রফিক ২০০৯ সালে বাটারফ্লাই মার্কেটিং লিঃ এর জয়পুাহাট শাখার ম্যানেজার পদে কর্মরত থাকাকলীন সময়ে উক্ত কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় থেকে সরবরাহকৃত বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ০৬/০১/০৯ হতে ১৮/০৫/০৯ তারিখের মধ্যে ৯৫জন সঠিক ও ভূয়া গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করে (বিক্রয় দেখিয়ে) বিক্রয়লব্ধ ১৬,০৭,৭৬০/-টাকা কোম্পানীকে পরিশোধ না করে আত্মসাত করেছেন মর্মে তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।

ক্রমিক নং	:	০২
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	ধোবাউড়া(ময়মনসিংহ) থানার মামলা নং-০৭, তাং-০৭/১২/২০০০ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ময়মনসিংহ ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব মোঃ শামসুল আলম, সাবেক উপজেলা রাজস্ব অফিসার, ধোবাউড়া (বর্তমানে মৃত); (২) জনাব মোঃ নুরুজ্জামান সরকার, সাবেক তহশিলদার (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), সাকুয়াই ইউনিয়ন ভূমি অফিস, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ; (৩) সুজিত চন্দ্র সরকার, থানা-হালূয়াঘাট, ময়মনসিংহ; (৪) জনাব মোঃ আব্দুল খালেক, সাবেক নাজির, হালূয়াঘাট, থানা অফিস, ময়মনসিংহ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	সাকুয়াই মৌজার বিভিন্ন খতিয়ান ও দাগের মোট ৩.৩৭ একর সম্পত্তির সাথে সাবেক ৫০২ নং খতিয়ানের ৪০৫৪ নং দাগের ০.৩১ একর অর্পিত সম্পত্তি নামজারী মোকদ্দমা নম্বর ২৮৩(৯-১)৮৭-৮৮ মূলে নামজারী করন এবং নামজারী নথি গায়েব করার অভিযোগ ।
তদন্তের ফলাফল	:	ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাটের সাকুয়াই মৌজার ৫০২ নং খতিয়ানের ৪০৫৪ নং দাগের ১৬.৩৬ একর সম্পত্তি ভিপি সম্পত্তির তালিকাভূক্ত যা জেলা প্রশাসন ও সহ: কমিশনার (ভুমি) এর কার্যালয়ে রক্ষিত শত্রু সম্পত্তি/ভিপি সম্পত্তির তালিকাভুক্ত। আসামী মোঃ শামসুল আলম প্রাক্তন উপজেলা রাজস্ব অফিসার ধোবাউড়া হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে সাকুয়াই ইউপি তহশিল অফিসের তহশিলদার জনাব নুরুজ্জামান সরকারের সহযোগিতায় উল্লেখিত সাকুয়াই মৌজার বিভিন্ন খতিয়ান ও দাগের মোট ৩.৩৭ একর সম্পত্তির সাথে ৫০২ নং খতিয়ানের ৪০৫৪ নং দাগের ০.৩১ একর অর্পিত সম্পত্তি নামজারী মোকদ্দমা নং ২৮৩(৯-১)৮৭-৮৮ মূলে অভিযুক্ত জনাব সুজিত চন্দ্র সরকারের নামে নামজারী করে দেন এবং নামজারী মোকদ্দমার নথি গায়েব করে দেন মর্মে তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আসামী জনাব মোঃ আব্দুল খালেক সাবেক নাজির এর বিরুদ্ধে আনীত গায়েব করার অভিযোগ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন। আসামী জনাব মোঃ শামসুল আলম, মৃত্যুবরণ করায় এবং আসামী জনাব মোঃ আব্দুল খালেক এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় বর্ণিত মামলার দায় থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

➢	ক্রমিক নং	:	০৩
	মামলার নম্বর ও তারিখ	:	কোতয়ালী(বরিশাল) থানার মামলা নং-৫৪, তাং- ১৬/০৩/২০১০ ইং।
	তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ আবুল হাসেম কাজী , উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বরিশাল ।
	অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) মাওলানা মোঃ হেলাল উদ্দিন ভূইয়া, সুপার, লাকুটিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, বরিশাল সদর, বরিশাল (২) জনাব মোঃ আনছার উদ্দিন, সাবেক সভাপতি, ম্যানেজিং কমিটি, লাকুটিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, বরিশাল সদর, বরিশাল ।
	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	পরস্পর যোগসাজশে লাকুটিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার অর্থ আত্মসাত।
	তদন্তের ফলাফল	:	আসামীগণ পরস্পর যোগসাজশে ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন না নিয়ে যৌথ স্বাক্ষরে গত ২৩/০৩/২০০৩ ইং হতে ০৭/০৯/২০০৮ পর্যন্ত বিভিন্ন তারিখে ১৫টি চেকের মাধ্যমে রূপালী ব্যাংক লিঃ সদর রোড শাখা, বরিশাল হতে ১,৩৮,৬৪০/-টাকা উত্তোলনপূর্বক ক্যাশ বহিতে লিপিবদ্ধ না করে আত্মসাতের বিষয়টি তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
	কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।

কমিশন কর্তৃক ১৬/০৮/১১ তারিখে অনুমোদিত চার্জশীট

➢	ক্রমিক নং	:	০৪
	মামলার নম্বর ও তারিখ	:	নেছারাবাদ(পিরোজপুর) থানার মামলা নং-০১, তাং- ০৩/১১/২০০৭ ইং।
	তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ ওয়াজেদ আলী গাজী ,উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বরিশাল ।
	অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ ইউনুছ আলী ভূইয়া, গ্রাম-রহমতপুর, থানা-ব্রাহ্মনপাড়া, জেলা-কুমিল্লা।
	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানীর সিগারেট বিক্রি বাবদ ৩,৫৬,৪৩৯/-টাকা আত্মসাত।
	তদন্তের ফলাফল	:	আসামী জনাব মোঃ ইউনুছ আলী ভূইয়া মেসার্স জে আহম্মদ এন্ড কোং, ডিস্ট্রিবিউটর ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো স্বরূপকাঠি শাখার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে কোম্পানীর সিগারেট বিক্রি বাবদ ৩,৫৬,৪৩৯/-টাকা আত্মসাতের বিষয়টি তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
	কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।